দৈনিক সংবাদ

তারিখ MAR 17 1999
পৃষ্ঠা ৮২ কলাম ৭

জনপ্রশাসন সংস্কার শীর্ষক সেমিনার

সরকারি প্রতিষ্ঠানের ১ লাখ শূন্যপদ বাতিলের সুপারিশ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥ জনপ্রশাসন সংস্কার শীর্ষক সেমিনারে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ১ লাখ পদ বাতিলের সুপারিশ করা হয়েছে। এই পদগুলো দীর্ঘদিন যাবৎ শূন্য রয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার তিনদিনব্যাপী সেমিনারের শেষ দিনের সমাপনী অধিবেশনে অর্ধ শতাধিক সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়।

হোটেল সোনারগাঁওয়ে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির আর্থিক সহায়তায় এবং সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ ও বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ আয়োজিত সেমিনারের সমাপনী অনুষ্ঠানে জনপ্রশাসন সংস্কারে সুপারিশমালা উপস্থাপন করেন আবুল মাল আবদুল মুহিত। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া। বক্তব্য রাখেন বিশ্ব ব্যাংকের বাংলাদেশ ডিরেক্টর ফেডরিক টি টেম্পল এবং পিআরটিসির চেয়ারম্যান এ টি এম শামসুল হক। সভাপতিত্ব করেন শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক।

প্রধান অতিথির ভাষণে অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া বলেন, বাংলাদেশে সরকারি অফিসে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ বিধিটি একটি ত্রুটিযুক্ত বিধি। বেশ কয়েক বছর ধরে এই বিধিকে অবলম্বন করেই নিয়োগ পরিচালনা হচ্ছে। ফলে দক্ষ জনশক্তি সরকারি অফিস, আদালতে আসেনি। তিনি বলেন, প্রশাসন সংস্কার করতে হলে অবশ্যই জনমত সৃষ্টি করতে হবে। জনমত সৃষ্টির কোন বিকল্প নেই বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, সরকারের আয়তন ছোট করা দরকার। বর্তমান সময়ের বিশাল আয়তনের সরকার আমাদের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। তিনি আরো বলেন, যখন কোন প্রকল্প সরকার তৈরি করে- প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর জনবল উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে আসতে চায়। এ থেকে পরিত্রাণ দরকার।

তিনি বলেন, সরকার ইতোমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবার সাথে সাথে ঐ প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকরির মেয়াদও শেষ হয়ে যাবে।

তিনি আরও বলেন, ছোটখাট সমস্যাগুলোর সমাধান দ্রুত করা সম্ভব, কারণ এগুলো ক্ষুদ্র আনুষ্ঠানিকতার ব্যাপার। কিন্তু সরকারের আকৃতির মতো বিশাল ব্যাপার নিয়ে সৃষ্ট সমস্যা রাতারাতি কাটিয়ে উঠা সম্ভব নয়।

ব্যাংকিং খাত সম্পর্কে মন্ত্রী উল্লেখ করেন, সরকারি ব্যাংকিং খাতে এখন দক্ষ লোকের অভাব। নতুন কোন নিয়োগ দীর্ঘদিন হচ্ছে না। ব্যাংকগুলোতে অনেক জি এম, ডি জি এম পাওয়া যাচে, কিন্তু সেই সব পদের ব্যক্তিদের অনেকেরই গ্রাজুয়েশন নেই। কারণ করণিক পোস্ট থেকে তারা এ পদে এসেছেন। তাই সরকারি ব্যাংকিং খাতে মেধার বিকাশ ঘটেনি।

তিনি বলেন, এসব সমস্যার সমাধান করতে হবে। গড়ে তুলতে হবে দক্ষ প্রশাসন। আর এ জন্য চাই সদিচ্ছা, যা বর্তমান সরকারের রয়েছে। সরকার ইতোমধ্যে সংস্কার কাজ শুরুও করে দিয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

আবুল মাল আবদুল মুহিত তিন দিনব্যাপী সেমিনারের বিভিন্ন অংশ থেকে তৈরি করা সুপারিশমালা পড়ে শোনান। তিনি বলেন, সরকারের কলেবর হ্রাস করতে হবে। দেশে এখন প্রায় ১০ লাখ সরকারি পদ রয়েছে। এ পদগুলোর মধ্যে ১ লাখ পদ রয়েছে শূন্য অবস্থায়। তিনি এই শূন্য পদগুলো বাতিলের সুপারিশ করেন।

এছাড়া তিনি যে সব সুপারিশ করেন সেগুলো হলো ঃ সরকারের বিভিন্ন কর্মকান্ড জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্থানান্তর, সরকারের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতার জন্য আইন প্রণয়ন, নাগরিক সুবিধার জন্য সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন, অফিসিয়াল সিক্রেসি এক্ট-১৯২১ বাতিল, হিসাব রক্ষক ও নিরীক্ষকের কাজ মনিটরিংয়ের জন্য আইন প্রণয়ন, হিসাব রক্ষণ বিভাগকে নিরীক্ষণ বিভাগ থেকে আলাদাকরণ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ঘুসসহ বিভিন্ন দুর্নীতি বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ, সোসাল ইনভেস্টমেন্ট বাড়ানো, সরকারি বিভিন্ন কর্মকান্ডের উপর সংসদীয় তত্ত্বাবধান বাড়ানো এবং সংসদীয় কমিটির ক্ষমতা বৃদ্ধি করা, সংসদে বাজেট উপস্থাপনের পর তা সাংসদদের দিয়ে গ্রুপভিত্তিক আলোচনা করা ইত্যাদি। তিনি জানান, এটা খসড়া সুপারিশ। শিগগিরই এ সুপারিশমালা জনসমক্ষে প্রকাশ করা হবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের মন্ত্রীরা সচিবদের দ্বারা পরিচালিত হন, যা উচিত নয়। মন্ত্রীদের উচিত সচিব নির্ভর না হওয়া। এক্ষেত্রে তিনি প্রস্তাব করেন, মন্ত্রী তার কাজ পরিচালনার জন্য কয়েকজন উপদেষ্টা নিয়োগ করতে পারেন। মন্ত্রণালয়ের কাজের জন্য থাকবে কয়েকটি এজেন্সি। এজেন্সি তার প্রয়োজনে লোকবল নিয়োগ করবে। তবে সরকারের এসব এজেন্সির সংখ্যা কোনক্রমেই ১শ'র বেশি হবে না। এজেন্সির প্রধান থাকতে পারেন একজন সচিব বা মহাপরিচালক।

সভাপতির ভাষণে শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক বলেন, বর্তমান সরকার কোন বিপ্লবী সরকার নয়। নির্বাচিত সরকার। নির্বাচিত সরকারের পক্ষে রাতারাতি পরিবর্তন আনা খুবই কঠিন ব্যাপার। পরিবর্তনের জন্য অবশ্যই দরকার সকল রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ঐকামত্য।

গতকাল সকালে 'প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্গঠন ও জনশক্তির সুষম বন্টন' শীর্ষক সেমিনারে বক্তারা বলেন, আগামী শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের পুনর্গঠনের কোন বিকল্প নেই। এই সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এম. নুরুন্নবী চৌধুরী। এতে সভাপতিত্ব করেন সাবেক অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান।

সাইফুর রহমান তার বক্তব্যে বলেন, জনপ্রশাসন পুনর্গঠনের পথে আমলাতন্ত্রই হচ্ছে বড় বাধা জনগণ সেই '৪৭ সাল থেকেই এ জাতীয় কথা শুনে আসছে। তিনি বলেন, কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে কোন সরকারই এ পর্যন্ত জনপ্রশাসন পুনর্গঠনের লক্ষ্যে আমলাতন্ত্রকে শুদ্ধ করার কোন উদ্যোগ নেয়নি। এমনকি রাজনৈতিক সরকারগুলোও এ ব্যাপারে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি।

সাইফুর রহমান বলেন, সরকারগুলো রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অক্ষমতার কারণে আমলাতন্ত্রকে দক্ষভাবে কাজে লাগাতে পারেনি। এই প্রসঙ্গে তিনি আমলাতন্ত্রের আগে রাজনৈতিক নেতৃত্বের শুদ্ধতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি আমলাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য দায়িত্বশীল সরকার গঠনের উপর জোর দেন।

সেমিনারে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিশ্বব্যাংকের সাবেক কান্ট্রি ডিরেক্টর পিয়েরে ল্যান্ডেল মিলস, সুইজারল্যান্ডের জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জ্যান এরিক লেন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের চেয়ারম্যান শামসুল হক, বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব মনজুরুল করিম, অধ্যাপক রেহমান সোবহান ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক কাজী সালেহ্ আহমেদ।

'বাংলাদেশের জনপ্রশাসন ঃ সংসদীয় তদারকি শক্তিশালীকরণ' শীর্ষক সেমিনারে স্পিকার হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী বলেন, মন্ত্রণালয়গুলোর সকল কাজকর্মের তত্ত্বাবধান সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর মাধ্যমেই হওয়া উচিত। তিনি বলেন, প্রশাসনের আমলারা সংসদ থেকে পাসকৃত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন করবেন সরকারের সাথে সুসম্পর্কের ভিত্তিতে। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হারুন-উর রশীদ।

আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জেন এরিক লেন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের চেয়ারম্যান এ টি এম শামসুল হক, এডভোকেট রহমত আলী এমপি, বেগম তাসমিমা হোসেন এমপি, অধ্যাপক রেহমান সোবহান প্রমুখ।

গতকালের তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে গণপূর্ত ও সিভিল এভিয়েশন মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন বলেন, আগামী ২০০১ সালের জুন মাসের মধ্যে বাংলাদেশ বিমানকে পুনর্গঠন করা হবে। এ নিয়ে বিমানের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ইউনিয়নগুলোর সঙ্গে কথা হয়েছে এবং তারা এতে রাজি বলে মন্ত্রী জানান। সেমিনারে বক্তব্য রাখেন আবুল মাল আবদুল মুহিত ও অসীম বর্মন।